সংবাদ

তারিখ: ২৩|২|৮১

কলাম:

088

সংবিধানের ৩০ ধারা ও পদক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পদকসহ অন্যান্য পদক প্রদানে সরকারের সংবিধানগত বা আইনগত কোন এখতিয়ার নেই। সংবিধানের ৩০ ধারায় প্রজাতন্ত্রের পক্ষে পদক, উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অভিমত মন্ত্রী পরিষদের।

একটি নতুন পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনাকালে মন্ত্রী পরিষদ উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। গত ৯ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে বঙ্গভবনে মন্ত্রী পরিষদের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন)

পদক

(১ম পাতার পর)

এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সরকার ঘোষিত বর্তমান পদকগুলো ছাড়া নতুন করে আর একটি পদক চালু করা হবে। জনসাধারণ বৈদেশিক নাগরিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য হবে এ পদক।

৭৭ সনের ১৪ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের সভা নতুন পুরস্কার বা পদক প্রদানের প্রস্তাবটি মন্ত্রী পরিষদের সভায় উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেবিনেট বিভাগকে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ মোতাবেক বিষয়টি সচিবদের নিয়ে গঠিত সচিব কমিটিতে কয়েকবার আলোচনা হয়। '৭৯ সনের ২৩শে নভেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে সাব কমিটির সভায় বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। কিন্তু সংবিধানের ৩০ ধারায় প্রজাতন্ত্রের পক্ষে পদক উপাধি, সম্মান অথবা ভূষণ প্রদান নিষিদ্ধ হওয়ায় সাব-কমিটি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি।

এছাড়া '৮০ সনের ২৪শে জুলাই ও ২৭শে জুলাই উপ-রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহসিকতা পদক কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জন্য 'গুড কণ্ডাক্ট মেডেল' প্রবর্তন সংবিধান বহির্ভূত বিবেচিত হয়।

উল্লেখিত অবস্থার পর রাষ্ট্রপতি বিষয়টি পুনরায় মন্ত্রী পরিষদের সভায় উত্থাপনের নির্দেশ দেন। গত ৯ই জানুয়ারী বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদের সভায় উত্থাপন করা হয়।

উক্ত সভায় মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় নতুন পদক প্রদানের ব্যাপারে সাংবিধানিক অন্তরায় আছে কিনা এবং থাকলে অন্তরায় কিভাবে দূর করা যায় তা আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরীক্ষা করে মন্ত্রী পরিষদের নিকট সুপারিশ করতে বলা হয়েছে।